কম হাসো বেশী কাঁদো

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

কম হাসো বেশী কাঁদো

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

কম হাসো বেশী কাঁদো

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

প্রকাশনায়
আল ইসলাহ প্রকাশনী
মহিশালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী

১ম প্রকাশ
জানুয়ারী ২০০৭ ইং
৪র্থ প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ২০১৮ ইং
জমাদিউস সানী- ১৪২৪
ফাল্গুন- ১৪৩৯

নির্ধারিত মূল্য : ১৫.০০ টাকা মাত্র

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
❑ বাংলাবাজার ❑ মগবাজার ❑ কাঁটাবন
মোবাইল : ০১৮৬৬৬৭৯১১০, ০১৬২৮৬০৭০১৮

Kom Haso Beshi Kado By Prof. Mujibur Rahman, Published by Al-Islah Prokasoni, Mohishal Bari, Godagari, Rajshahi, Bangladesh.

Fixed Price : 15.00 Taka Only.

ভূমিকা

মানুষের জীবনে হাসি কান্না একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। মানুষ দুঃখ পেলে কাঁদে, আনন্দ পেলে হাসে। চিকিৎসা শাস্ত্র মতে মানুষের জন্য দুটোই প্রয়োজন আছে। শুধু আনন্দ হাসি এবং শুধু দুঃখ কান্না কোন জীবন হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, হাসি কান্নার সমন্বয় নিয়েই জীবন। নবী রাসুলগণ মানুষ ছিলেন। তাদের জীবনে হাসি কান্না ছিল। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) গণের জীবনেও হাসি কান্না লক্ষ্য করা যায়। তাই হাসি-কান্না একটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

আল কুরআনে হাসির চেয়ে কান্নার পরিমাণ বেশী হবার-তথ্য পাওয়া যায়। কারণ দুনিয়ার সামান্য কয়েকদিনের জীবনে গোনাহ খাতাগুলো দূর করার জন্য কান্নার পরিমাণ বেশী করতে হবে।

সুরা-তওবা ৮২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে তাদের উচিৎ কম হাসা ও বেশী কাঁদা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তা হলে কম হাসতে, বেশী কাঁদতে।

বিশেষ করে জলীলুল কদর সাহাবীদের জীবন অনুসন্ধান করে দেখলে দেখা যায়, তারা রাতের বেলায় চোখের পানি ফেলে কাঁদতেন, রাতে তারা খুব কমই ঘুমাতেন। এমনকি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য শুনে উপস্থিত ক্ষেত্রেই ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতেন। আখেরাতের ভয়াবহ শাস্তির চিত্র তাদেরকে তা থেকে বাঁচার জন্য সব সময় ব্যস্ত রাখত। কুরআন মাজিদের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের পিঠগুলো তাদের বিছানা থেকে আলাদা থাকত।

আজও ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের জীবন চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাদের হাসির চেয়ে কান্নার পরিমাণ বেশী। আর হাসলেও হো হো করে না হেসে মুচকি হাসা উচিত। কারন এটাই সুন্নাত। তাই আমাদেরও সংক্ষিপ্ত জীবনের বাকী দিনগুলোতে হাসির চেয়ে কান্নার পরিমাণ বৃদ্ধি করে অনেক দিনের লম্বা জীবন আখেরাতের জীবনকে সুখময় করে গড়ে তুলতে হবে।

কম হাসো
বেশী কাঁদো

সূচী - পৃষ্ঠা-

(১) ভূমিকা	
(২) শব্দটির পর্যালোচনা	৫
(৩) হাদীসের আলোকে কান্না	৫
(৪) কম হাসো, বেশী কাঁদো	৮
(৫) তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান	৯
(৬) কুরআন শুনেই সিজদা	১০
(৭) কাঁদতে কাঁদতে সিজদায়	১০
(৮) আসমান জমীন কাঁদেনি	১১
(৯) নকল কান্না	১২
(১০) ডুকরে ডুকরে কান্না	১৩
(১১) দু'টি ফোটা, দুটি চিহ্ন	১৩
(১২) দু'জনই কাঁদলেন	১৩
(১৩) হাঁড়ির মত আওয়াজ	১৪
(১৪) আল্লাহর ছায়াতলে	১৫
(১৫) যে চোখ জাহান্নামে যাবে না	১৫
(১৬) নবীর অশ্রু	১৬
(১৭) উবাই ইবনে কাবের কান্না	১৬
(১৮) আবু বকরের কান্না	১৭
(১৯) জিহাদে যেতে না পারার কান্না	১৮
(২০) কুরআন শুনেই কান্না	১৮
(২১) দু:খের বছর	১৯
(২২) মায়ের কবরের পাশে কান্না	২১
(২৩) হৃদয় বিদারক সাহাবা চিত্র	২২
(২৪) জান্নাতের পথ	২৩

শব্দটির পর্যালোচনা

ইংরেজী Oxford Dictionery তে কান্নার অর্থ weep এবং cry দুটি শব্দ পাওয়া যায়। অবশ্য weep এর প্রতিশব্দ bawl, bemoan, bewail, deplore, grieve, groan, hawl, lament, mewl, moan দেয়া হয়েছে। উপরের শব্দগুলোর অর্থ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কান্নার বিভিন্ন স্তর ও রকম আছে। শুধু কান্না, অন্তর থেকে কান্না ও কান্নার আধিক্যে নির্বাক হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। সাধারণত চোখ থেকে পানি বের হয় কয়েকটি কারণেঃ

১) আল্লাহর ভয়ে ২) ব্যাথার কারণে ৩) ভয়ের কারণে ৩) খুশীর কারণে ৪) প্রর্দশনীর উদ্দেশ্যে ৫) পাগলামী বা নেশাগ্রস্থ হয়ে।

যারা আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে পারবে তাদের জন্যই প্রকৃত সফলতা। দিল নরম হলেই চোখে পানি আসে। হারাম রুজির কারণে চোখে পানি আসে না, অন্তর কঠিন হয়ে যায়। হাদিসে আছে দুটি কাজে অন্তর নরম হয়, চোখে পানি আসেঃ

(১) ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলালে (২) মিসকিনকে খেতে দিলে।

উল্লেখিত দুটি কাজ করলে যে চোখে পানি আসে তা পরীক্ষিত। মানুষের অন্তর পাথরের চেয়েও কঠিন হয়ে যায় বলে আলকুরআনে উল্লেখ আছে। বরং কোন কোন পাথর আল্লাহর ভয়ে কাঁপে, কোন পাথর ফেটে যায়। কোন পাথর থেকে পানি বের হয়। তাই অন্তরকে নরম করার জন্য ইয়াতীমকে ও মিশকিনকে সামনে রেখে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে।

রুকু ও সিজদায় চোখের পানিতে সিক্ত হয়ে দোয়া করতে হবে। নফল নামাজে জায়নামাজকে অশ্রূ দিয়ে ভিজাতে হবে। দিনের বেলায় ঘোড় সওয়ার হতে হবে। রাতের বেলায় জায়নামাজে চোখের পানি ফেলতে হবে। অতীতের মুসলমানদের এটাই ছিল বৈশিষ্ট্য।

হাদিসের আলোকে কান্না

নিচে দুটি হাদীস পেশ করা হল। প্রথম হাদিসটি হলঃ

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ابْكُــوْ فَــإِنْ لَــمْ تَسْتَطِيْعُوْا فَتَبَاكُوْا فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَبْكُوْنَ فِيْ النَّارِ حَتَّى تَسِيْلَ دُمُوْعُــهُمْ فِــيْ وُجُوْهِهِمْ كَأَنَّهَا جَدَاوِلُ حَتَّى تَنْقَطِعَ الدُّمُوْعُ فَتَسِيْلُ الدِّمَاءُ فَتَقْرَحُ الْعُيُــوْنُ فَلَوْ أَنَّ سُفُنًا أُزْجِيَتْ فِيْهَا لَجَرَتْ (شرح السنة)

আনাস (রাঃ) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে মানুষ কাঁদো, যদি কাঁদতে না পারো তবে কাঁদার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করো। কেননা জাহান্নামের অধিবাসীরা জাহান্নামে কাঁদতে থাকবে। এমনকি তাদের চোখের পানি তাদের মুখমন্ডলের উপর দিয়ে স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হবে। যখন চোখের পানি শেষ হয়ে যাবে তখন রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে এবং চোখ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবে। যদি তার মধ্যে নৌকা ভাসানো যায় তবে তা নিশ্চয় ভাসবে। (শরহুস সুন্নাহ)

দ্বিতীয় আর একটি হাদীস,

ইকবা ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন নাজাতের উপায় পেতে হলে

১) নিজের জিহ্বাকে আয়ত্বে রাখ

২) নিজের ঘরে পড়ে থাক

৩) নিজের পাপের জন্য কাঁদো - (আহমদ, তিরমিযী)

উপরের দুটি হাদীস বিশ্লেষন করে যা পাওয়া গেল-

১. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁদতে বলেছেন

২. কান্না না আসলে কান্নার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে বলেছেন

৩. জাহান্নামীরা সর্বদা কাঁদতে থাকবে

৪. চোখের পানি মুখমন্ডলে গড়িয়ে পড়বে

৫.স্রোতের ন্যায় অশ্রূ প্রবাহিত হবে

৫. অশ্রূ শেষ হলে চোখ থেকে রক্ত বের হবে

৬. চোখ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবে

৭. রক্ত দিয়ে নৌকাও চলবে

৮. পাপ থেকে মাফ পাওয়ার জন্য কাঁদতে হবে

আরো তিনটি হাদীস-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ . رواه الترمذي

(১) হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে রোদন

করেছে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত (নির্গত) দুধ স্তনে ফিরে না আসে (অর্থাৎ অসম্ভব সম্ভব না হয়)। আর আল্লাহর পথে জিহাদের ধুলো-বালি এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো একত্র হবে না। (অথাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে ধুলো-মলিন হয়েছে, সে জান্নাতে যাবেই) (তিরমিযী)

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أُتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأُرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنْ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ أَوْ قَالَ أُعْطِينَا مِنْ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ. رواه البخاري

(২) হযরত ইব্রাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) বর্ণনা করেন, একদা ইবনে আউফের সামনে খাবার পেশ করা হলো। সেদিন তিনি ছিলেন রোযাদার। এ সময় তিনি বললেন, মুসআব ইবনে উমায়ের (রা) শাহাদাত বরণ করেছেন। তিনি ছিলেন আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি। কিন্তু তাঁকে কাফন পরানোর মতো কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তবে একটি চাদর ছিল; তদ্বারা তার মাথা ঢাকতে চাইলে পা দুটি অনাবৃত থাকতো আর পা ঢাকতে চাইলে মাথা অনাবৃত থাকতো।এরপর আমাদেরকে প্রচুর জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেয়া হলো। এখন ভয় হচ্ছে আমাদের সৎ কাজের বিনিময় ইহকালেই দেয়া শুরু হয়ে গেল নাকি? এরপর তিনি কেঁদে ফেললেন। এমনকি খাবারও পরিত্যাগ করলেন। (বুখারী)

عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ . رواه الترمذي

(৩) হযরত ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে এমন এক উদ্দীপনাময় ভাষণ দেন, যাতে আমাদের হৃদয় অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং চোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে থাকে।

"আখেরাতে কাঁদার আগে দুনিয়াতেই কাঁদো,
পরোপারের সেই কাঁদনে কাজ হবে না আদৌ,
কাঁদো সবাই কাঁদো, চোখের পানি ফেলে সবাই বেশী বেশী কাঁদো,
চোখের পানি শেষ হইলে রক্ত বাহির হবে,
রক্ত বয়ে ঝর্ণা হবে
গুনাহ্ তোমার মাফ না হবে,
দাম পাবে না আদৌ।
বেঁচে থাকতে কাঁদো,
"আখেরাতে কাঁদার আগে দুনিয়াতেই কাঁদো"

কম হাসো, বেশী কাঁদো

কুরআন মাজিদে সুরা তওবার ৮২ নম্বর আয়াতে কম হাসতে বেশী কাঁদতে বলা হয়েছে।

আল্লাহর বিধান চালু করার জন্য মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি রাষ্ট্রের সহযোগিতা চেয়ে দোয়া করে ছিলেন। "অজআললি মিন লাদুনকা সুলতানান নাসিরা" আমাকে তোমার পক্ষ থেকে একটা সাহায্যকারী রাষ্ট্রশক্তি দাও- যাতে তোমার নাযিলকৃত কুরআনের বিধান চালু করা সহজ হয়। আল্লাহ্ তায়ালা মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র তাকে দান করলেন। কিন্তু কাফের শক্তিগুলো একযোগে ইসলামী রাষ্ট্রকে উৎখাত করার জন্য যুদ্ধ শুরু করে। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রকে রক্ষা করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তায়ালা মুমিনদের জন্য জিহাদ ফরজ করে দিলেন। বদর, ওহুদ, খন্দকসহ প্রায় ১৯টি যুদ্ধ স্বয়ং রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরিচালনা করতে হয়। সর্বশেষ যুদ্ধ ছিল তাবুক যুদ্ধ। যুদ্ধের সময় অত্যন্ত কঠিন ও প্রতিকুল পরিবেশ থাকায় কিছু লোক জিহাদে যেতে গড়িমসি করেছিল। যারা যুদ্ধে গেল না তারা অন্যদেরকেও বলল. এই কঠিন গরমে বের হয়ো না। আল্লাহ্ জবাবে বলে দেয়ার জন্য বললেন- قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا (৮১)

বল, জাহান্নামের আগুন তো এর চেয়েও অনেক বেশী গরম।

জিহাদে না যাবার জন্য যে ক্রটি করল তার জন্য তাদেরকে বলা হল-

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا (৮২)

তাদের উচিত কম হাসা ও বেশী কাঁদা। (তওবা-৮২)

আল্লাহর বিধান চালু করার জন্য যে কষ্ট ও কুরবাণী স্বীকার করা দরকার- তা না করার অপরাধের জন্য বেশী বেশী কেঁদে আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নিতে হবে।

তিনিই হাসান তিনিই কাঁদান

আল্লাহ তায়ালা মানুষের সকল চেষ্টা পরীক্ষা করে দেখেন এবং এর ভিত্তিতেই তিনি তাকে পূর্ণ প্রতিফল দিয়ে থাকেন। পৃথিবীতে সুখ দুঃখ আল্লাহই মানুষকে দিয়ে থাকেন।

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (٤٣)

তিনি হাসান, তিনিই কাঁদান (নাজম-৪৩)

এখানে কেউ হাসে, কেউ কাঁদে। সারা রাত্রিতে কেঁদে কেঁদে চোখের পানি শেষ করে। দুঃখ ব্যাথা বেদনা, যন্ত্রনায় ছটফট করে। চোখের ঘুম হারাম হয়ে যায়- চোখের পানি ঝরতে থাকে। প্রিয়জনের মৃত্যুতে কয়েকদিন শোকাহত অবস্থায় খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়ে শুধুই কাঁদতে থাকে। আল্লাহ পাকই জীবন দিয়েছেন। তিনিই মৃত্যু দিয়েছেন। যখন ইচ্ছা দিয়েছেন, যখন ইচ্ছা ফিরিয়ে নিয়েছেন। এ জন্য কাঁদতে হবে না- কাঁদতে হবে আখেরাতের জন্য - নিজের গোনাহ খাতার জন্য। কাঁদার সময় কাঁদতে হবে। আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কাজ করায় লুত জাতিকে ধ্বংশ করা হয়েছে। তাদের বসতিকে মরু সাগরের (Dead sea) জলরাশি প্লাবিত করেছিল-আজো তার সাক্ষী রয়ে গিয়েছে। এসব থেকে শিক্ষা নিয়ে কাজ করতে হবে। যে কোন মুহুর্তে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে এখান থেকে চলে যেতে হবে। কেউ ঠেকাতে পারবে না। এসব কথায় আশ্চর্য না হয়ে মাথা নিচু করে আত্মসমর্পন করতে হবে। আল্লাহর গোলামী করতে হবে। বিস্ময় প্রকাশ না করে কাঁদতে থাক, হাসি গান বাজনা ছেড়ে দাও।

وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (٦٠) وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (٦١)

হাসতেছ, অথচ কাঁদতেছনা? গান বাজনায় মগ্ন হয়ে এসব এড়িয়ে যেতে চাচ্ছ? (নাজম-৬০-৬১)

কুরআন শুনেই সিজদা

قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (١٠٧) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (١٠٨) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (١٠٩)

যে সব লোককে ইতিপূর্বে ইলম দেয়া হয়েছে, তাদেরকে যখন ইহা শুনানো হয় তখন তারা নতমুখে সিজদায় পড়ে যায়। আর চীৎকার করে উঠে "পবিত্র আমাদের প্রভু, তার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে।" আর তারা কাঁদতে কাঁদতে নতমুখে পড়ে যায়, আর উহা শুনতে পাওয়ায় তাদের নিবিড় আনুগত্য আরো বৃদ্ধি পায়। (বনী ইসরাঈল-১০৭-১০৯)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣)

প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই যাদের দিল খোদার স্মরণের কালে কেঁপে উঠে, আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে তেলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, তারা তাদের রবের উপর আস্থা ও নির্ভরতা রাখে। নামাজ কায়েম করে, আর যা কিছু আমরা তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। (আনফাল ২-৩)

কুরআন যেহেতু কাল কিয়ামতে পক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষী দিবে-তাই কুরআনের প্রতি গভীর আকর্ষণ সৃষ্টি করতে হবে। দুনিয়ায় কুরআনের পক্ষে কাজ করলেই কুরআন কাল কিয়ামতে পক্ষে কথা বলবে । তা না হলে দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় যায়গায় জীবন বরবাদ হয়ে যাবে। তাই কুরআন শুনে সিজদায় পড়ে কাঁদতে হবে।

কাঁদতে কাঁদতে সিজদায়

وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا (٥٨)

যাদেরকে তাদের মধ্য থেকে আমরা হেদায়েত দান করেছি এদের অবস্থা এ ছিল যে, রাহমানের আয়াত যখন তাদেরকে শুনানো হত তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে সিজদায় পড়ে যেত। তাদের পর অবাঞ্চিত অযোগ্য লোকেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হল যারা নামাজকে বিনষ্ট করল নফসের

লালসা বাসনার অনুসরণ করল। সেদিন নিকটেই যখন তারা গুমরাহীর পরিনামের সম্মুখীন হবে। (মরিয়ম ৫৮-৫৯) সিজদা

এই সেই কুরআন যাকে পাহাড়ের নিকট নাজিল করার জন্য পেশ করা হলে তা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বিদীর্ণ হয়ে যায়। কুরআনের ভাষায়

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

আমরা যদি এই কুরআন কোন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করে দিতাম তাহলে তুমি দেখতে যে উহা আল্লাহর ভয়ে ধ্বসে যাচ্ছে, দীর্ন বিদীর্ণ হচ্ছে -এ দৃষ্টান্তগুলো আমরা লোকদের সামনে এ উদ্দেশ্যে পেশ করছি যে তারা চিন্তা বিবেচনা করবে। (হাশর-২১)

আসমান-যমীন কাঁদেনি

আল্লাহর ইচ্ছায় হযরত মুশা (আঃ) বনি ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পার হয়ে গেলেন। আল্লার হুকুমে সমুদ্র দুই ভাগ হয়ে পানি পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। যখন তারা দেখল সমুদ্রতলের রাস্তা দিয়া মুশা (আঃ) ও তার বাহিনী বনি ইসরাঈল পার হয়ে গেলেন তখন ফেরাউন ও তার দলবল যারা তাদের পশ্চাদ্ধাপন করছিল তারা মনে করল সমুদ্রতলের এ শুকনো রাস্তা দিয়ে তারাও পার হয়ে যাবে এবং মুশা (আঃ) ও তার জাতি বনি ইসরাঈলকে ধরে ফেলতে পারবে। যেই মাত্র মাঝ দরিয়ায় ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী গিয়েছে, সেই সময়ই পানি সমতল হয়ে গিয়ে তাদের সলিল সমাধি (পানির কবর) রচনা করেছে। তারা ধ্বংশ হল এবং তাদের সব শেষ হয়ে গেল। কুরআনের ভাষায়

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ(٢٥)وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٢٦) وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (٢٧) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ (٢٨) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ (٢٩)

“কতনা বাগ-বাগীচা, ঝরনাধারা, ক্ষেত ও সুরম্য প্রাসাদরাজী ছিল, যা তারা পিছনে রেখে গিয়েছিল, কতই না বিলাস সামগ্রী যাতে তারা আনন্দ করছিল, তাদের পিছনে পড়ে থাকল। এই হল তাদের পরিনাম, আর আমরা অন্য লোকদের এ সব জিনিষের উত্তরাধিকারী বানালাম। অতঃপর

বি.দ্র. * সিজদার আয়াত-এটি পড়ে সিজদা দিতে হবে।

না আসমান তাদের জন্য কাঁদল, না যমীন কাঁদল। তাদের খানিকটা অবসরও দেয়া হয়নি"। (দুখানঃ- ২৫-২৯)

যারা আল্লাহর আইনের সাথে দুষমনী করে তাদের পরিণতি এরকমই হয়। এখনও সময় আছে সাবধান হয়ে আল্লাহর আইনের বিরোধিতা ছেড়ে দিয়ে তওবা করে আল্লাহর আইনের পক্ষে কাজ করতে। অতীতের বিদ্রোহের জন্য চোখের পানি ফেলে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

নকল কান্না

হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর ছেলেরা ইউসুফকে হত্যা করার জন্য যড়যন্ত্র করল। খেলার সাথী বানানোর জন্য ইউসুফকে পিতার কাছ থেকে নেয়ার প্রস্তাব দিয়ে নিয়ে গেল। তাকে অন্ধ কুপে ফেলে দিয়ে তার জামাগুলোতে মিথ্যামিথ্যি রক্ত মাখিয়ে পিতার কাছে নিয়ে আসল। পিতাকে বুঝ দেয়ার জন্য তারা সকলেই কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে ঘটনা বর্ণনা করল। যুক্তির জন্য জামাতে রক্ত মাখানো এবং দুঃখ প্রকাশের নিমিত্তে কাঁদতে কাঁদতে কথা বলতে থাকল। কুরআনের ভাষায় "

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (١٦)

সন্ধ্যাকালে তারা কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে আসল। তারপর বলল

قَالُوا يَاأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (١٧) وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (١٨)

হে পিতা আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতায় লেগে গিয়েছিলাম আর ইউসুফকে আমাদের নিজিষপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম, ইতোমধ্যে নেকড়ে এসে তাকে খেয়ে গেল। আপনি হয়ত অমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, আমরা সত্যবাদী হলেও। তারা ইউসুফের জামাতে মিথ্যা মিথ্যি রক্ত মাখিয়ে এনেছিল। তাদের পিতা বলল, তোমাদের নফস তোমাদের জন্য একটা বড় কাজকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে। আমি সবর করব, ভালভাবেই সবর করে থাকব। (ইউসুফঃ ১৭-১৮)

নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যদি দুনিয়াতেই এভাবে কাঁদা যায়, তবে আখেরাতের জন্য কেন কাঁদতে পারবে না। হাসতে হাসতে জীবন শেষ করে দিলে, কাঁদার জন্য সময় পেলে না। এমন সময় আসবে কাঁদতে

কাঁদতে চোখের পানি শেষ হয়ে রক্ত বের হতে থাকবে- তখন সেখানের কান্নার কোনো মূল্য হবে না।

ডুকরে ডুকরে কাঁদা

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا قَالَ فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوهَهُمْ لَهُمْ خَنِينٌ

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন যে রকম ভাষণ আমি আর কখনো শুনিনি। তিনি বললেন (হে আমার সাহাবীগণ) আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে পারতে, তাহলে তোমরা হাসতে খুবই কম বরং কাঁদতে খুবই বেশী। এ কথা শুনে সাহাবীগণ কাপড় দ্বারা তাদের মুখ ঢেকে ফেললেন ও ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

দুটি ফোটা দুটি চিহ্ন

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللَّهِ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ

হযরত আবু উমামা সুদাই ইবনে আজলাম আল-বাহেলী (রা) বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন মহান আল্লাহর কাছে দুটি ফোটা ও দুটি নিদর্শনের চেয়ে প্রিয় জিনিষ আর কিছু নেই। তার একটি হলো আল্লাহর ভয়ে নির্গত চোখের পানি এবং অন্যটি হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে প্রবাহিত রক্ত বিন্দু। আর দুটি নিদর্শনের একটি হল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে আঘাত প্রাপ্ত নিদর্শন (চিহ্ন) এবং অন্যটি আল্লাহর ফরজগুলোর মধ্য থেকে কোন ফরজ আদায় করার চিহ্ন। (তিরমিযী)

দু'জনই কাঁদলেন

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ فَقَالَا لَهَا مَا يُبْكِيكِ مَا عِنْـــدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَـمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَـــدْ انْقَطَعَ مِنْ السَّمَاءِ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের পরে একদিন আবু বকর (রাঃ) উমর (রাঃ) কে বললেন, "চলো আমরা উম্মে আয়মানকে (যিনি রাসুলকে কোলে পিঠে নিয়ে বড় করেছিলেন)" দেখে আসি যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে যেতেন। তারপর তারা যখন উম্মে আয়মান এর কাছে পৌঁছলেন তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন 'আপনি কাঁদছেন কেন'? আপনি কি জানেন না রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য কত সুসংবাদ ও মঙ্গল রয়েছে। তিনি বললেন আমি (সে জন্য কাঁদছিনা) কাঁদছি এ জন্য যে আসমান থেকে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল। এ কথায় তাদের দুজনের অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে গেল এবং উম্মে আয়মানের সাথে তাঁরাও কাঁদতে লাগলেন। (মুসলিম)

হাঁড়ির মত আওয়াজ

عَنْ مُطَرِّف عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ وَهُـــوَ يُصَلِّـــي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ يَعْنِي يَبْكِي

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখির (রা) বর্ননা করেন একদা আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে দেখি তিনি নামাজ আদায় করছেন এবং আল্লাহর ভয়ে কান্নার দরুন তাঁর পেট থেকে হাঁড়ির মত আওয়াজ বের হচ্ছে। (নাসাঈ, শামায়েলে তিরমিযী)

কোন কোন সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি আয়াত পড়তে পড়তে সারারাত কাটিয়ে দিতেন

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١١٨)

"তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও, তাহলে তো তারা তোমার বান্দা আর যদি তাদের মাফ করে দাও তাহলে তুমি মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞানী"। কখনো সারারাত দাঁড়ানোর ফলে তাঁর পা দুটি ফুলে যেতো।

আল্লাহর ছায়াতলে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন সাত ধরনের লোককে আল্লাহ তার আরশের সুশীতল ছায়াতলে স্থান দিবেন, যেদিন তার ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়াই থাকবে না-

১) ন্যায় বিচারক

২) আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন যুবক

৩) মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি

৪) ঐ দুই ব্যক্তি যারা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর বন্ধুত্ব করে ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং ঐ জন্যই বিছিন্ন হয়।

৫) এমন লোক যাকে কোন উচ্চ বংশীয় সুন্দরী নারী অসৎ কাজের জন্য ডাকলে সে জানিয়ে দেয় আমি আল্লাহকে ভয় করি।

৬) গোপনে এমন দানকারী যার ডান হাত কি করেছে বাম হাতও তা জানতে পারেনি।

৭) এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে তার দু চোখ থেকে পানি ঝরতে থাকে। (বুখারী, মুসলিম)

হাদিসটির সাত নম্বরে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করতে করতে দুচোখ দিয়ে পানি ঝরার কথা বলা হয়েছে। শেষ রাতে আল্লাহ নিচের আসমানে এসে বান্দাহকে যে ডাক দেয়ার কথা বলা হয়েছে সেখানে শেষ রাতকে নির্জন ধরে নিয়ে তখন কাঁদতে হবে। এখানে নির্জন অর্থ বনে জংগলে চলে যাওয়া নয়।

যে চোখ জাহান্নামে যাবে না

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে ও চোখ দিয়ে পানি ফেলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যেমন স্তন থেকে দুধ বের করে পূনরায় সে দুধকে স্তনে প্রবেশ করানো অসম্ভব। আল্লাহর পথে ধুলাবালি আর জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো এক সাথে হবে না। (তিরমিযী)

নবীর অশ্রু

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন "আমার সামনে কুরআন তেলাওয়াত করো"। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার সামনে কুরআন পড়ব, অথচ আপনার প্রতি তা নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন আমি অন্যের তেলাওয়াত শুনতে ভালবাসি। তখন আমি তাকে সুরা নিসা পড়ে শুনাতে লাগলাম। পড়তে পড়তে যখন আমি এই আয়াতে উপনীত হলাম

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (٤١)

তখন কী অবস্থা হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মাত থেকে একজন করে সাক্ষী উপস্থাপন করবো এবং আপনাকে তাদের উপর সাক্ষীরূপে উপস্থিত করাব? (নিসা-১৪) তিনি বললেন, বাস, যথেষ্ট হয়েছে এখন তুমি থামো। "এ সময় আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে"। (বুখারী ও মুসলিম)

উবাই ইবনে কাবের কান্না

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উবাই ইবনে কাব (রাঃ) কে বললেন, মহান আল্লাহ আমাকে তোমাদের সামনে সুরা বাইয়েনাহ পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। উবাই ইবনে কাব (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি আমার নাম উল্লেখ করে বলেছেন? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন হ্যাঁ। অতপর উবাই আবেগের আতিশয্যে কাঁদতে লাগলেন। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, এর সাথে সাথেই উবাই কাঁদতে শুরু করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

উল্লেখ্য যে উবাই ইবনে কাব তাবুকের যুদ্ধে না যাবার দরুন পঞ্চাশ দিন বয়কটের মধ্যে ছিলেন এবং কান্নার রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন। এমন

অনুতাপ ও কান্না আল্লাহর আসমানে পৌছল। আল্লাহ ওহী নাজিল করলেন।

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا (١١٨)

সেই তিনজনকেও তিনি ক্ষমা করলেন যাদের ব্যাপারটি মূলতবী করে রাখা হয়েছিল।" (তওবা -১১৮)

যে তিনজন পিছনে পড়েছিল তাদের তওবা ও কান্নাকাটি কবুল করা হয়েছে। এরা তিনজনই খাঁটি মুমেন ছিলেন। এর পূর্বে এরা কয়েকবার নিজেদের অকপট নিষ্ঠার প্রমাণ দিয়ে স্বার্থত্যাগ ও দুঃখবরণ করে ছিলেন। কিন্তু নিজেদের এই পূর্ব খেদমত সত্বেও তাবুক যুদ্ধে যাবার ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করেছিলেন। এজন্য তাদের কঠিনভাবে পাকড়াও করা হয়েছিল। যুদ্ধ থেকে ফিরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুম দিয়েছেলেন, কেউ যেন তাদের সাথে সালাম কালাম না করে। ৪০ দিন পরে তাদেরকে তাদের স্ত্রীদের থেকেও পৃথক থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। বয়কটের ৫০ দিনের মাথায় তাদের ক্ষমার হুকুম নাযিল হয়। (তওবা -১১৮)

সুরা বাইয়েনার শেষ আয়াতটি প্রনিধানযোগ্য- যেখানে বলা হয়েছে

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (٨)

আল্লাহ তাদের প্রতি রাজী হয়েছেন, তারাও আল্লাহর প্রতি রাজী হয়েছে- এসব কিছু তার জন্য যে নিজে তার খোদাকে ভয় করেছে।

আবু বকরের কান্না

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَعَادَتْ فَقَالَ مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ

হযরত উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রোগ যন্ত্রনা এক সময় তীব্র আকার ধারন করলো। তখন একদিন তাকে নামাজ পড়ানোর আহ্বান করা হলে তিনি আয়েশা (রাঃ) কে বললেন, আবু বকরকে বলো সে যেন ইমাম হয়ে সাহাবীদের নামাজ পড়ায়। আয়েশা (রাঃ) বললেন, আবু বকর (রাঃ) তো অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ। তিনি যখন কুরআন তেলাওয়াত করবেন তখন কান্নার

বেগ তাকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করবে। এরপর আবার তিনি বললেন, তাকে বলো সে যেন লোকদের নামাজ পড়ায়।

অন্য বর্ণনায় আয়েশা (রাঃ) বলেন আমি বললাম আবু বকর (রাঃ) যখনই আপনার স্থানে দাঁড়াবেন তখন কান্নার দরুন তিনি নামাজীদের কুরআন শুনাতে পারবেন না (অর্থাৎ কান্নার দরুন তার কুরআন তেলাওয়াত কেউ শুনতে পাবে না)। (বুখারী ও মুসলিম)

জিহাদে যেতে না পারায় চোখের পানি ঝরে

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ (٩٢)

যারা তোমার কাছে যানবাহনের জন্য এসেছিল, তুমি বলেছিলে তোমাদের জন্য আমি এমন কিছু পাচ্ছিনা যার উপর আমি তোমাদের আরোহন করাতে পারি- তারা তাদের চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ভীষণ দুঃখ নিয়ে ফিরে গেল যুদ্ধে যাবার খরচ যোগাড় করতে না পেরে। (তওবা - ৯২)

আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য অন্তর থেকে চাচ্ছিল কিছু যানবাহন। কিন্তু অভাবের কারণে না পেরে যানবাহন পাওয়ার জন্য এসেছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে। তিনি যানবাহন যোগাড় করতে না পেরে তাদেরকে তা দিতে পারলেন না। ফলে মনে দুঃখ বেদনা আর অনুশোচনা নিয়ে ফিরে এল। শুধু অনুশোচনাই নয়, চোখের পানিতে দুচোখ ভাসিয়ে চলে গেল। জীবন কুরবাণী করার কত উচ্চ আগ্রহ ও আন্তরিকতা থাকলে এ দৃশ্য হতে পারে- তা কল্পনা করেও শেষ করা যায় না।

কুরআন শুনেই কান্না

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (٨٣)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে নাজিল হওয়া বাণী শুনতেই তাদের চোখের পানি গড়িয়ে পড়ে সত্য উপলব্ধি করার কারণে। তারা বলে, হে রব আমরা ঈমান আনলাম কাজেই আমাদেরকে সাক্ষ্য দাতাদের মধ্যে সামিল করুন। (মায়েদা-৮৩)

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ(٨٤)فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (٨٥)

তারা আরো বলে, কেন আমরা আল্লাহর উপর এবং তার কাছে থেকে আসা হকের উপর ঈমান আনব না, যখন আমরা আশা করি আমাদের রব আমাদেরকে তার সৎ বান্দাদের দলভুক্ত করে নেবেন?
তাদের এ (হৃদয়ের অনুভূতি সহ) উক্তি করার কারণে আল্লাহতায়ালা সন্তুষ্ট হলেন এবং এমন এক জান্নাতে তাদের প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্নাধারা থাকবে, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী, আর তা হচ্ছে নেককার লোকদের পুরস্কার। (মায়েদা-৮৪-৮৫)

দুঃখের বছর

নবুওয়াতের দশম বছর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন ছিল অত্যন্ত কষ্টের। কুরাইশরা তিন বছর যাবত বয়কটনীতি গ্রহণ করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংগী সাথীসহ আবু তালেব মহল্লায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। শিয়াব অর্থ ঘাটি, শিয়াবে আবু তালেব অর্থ আবু তালেবের ঘাটি। বর্তমানে এটিকে শিয়াবে বনু হাশেম বলা হয়।
তারা তিনটি বছর অবরুদ্ধ করে বনু হাশেমের মেরুদন্ড একেবারে চুর্ণ করে দিয়েছিল। এ সময় এমন হয়েছিল ঘাস ও গাছের পাতাও তাদের ভাগ্যে জুটেনি। ঘটনা আরো মারাত্মক হয় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঢাল এর মত চাচা

১) আবু তালেব এ সময় ইন্তেকাল করেন।
২) চাচা আবু তালেবের মৃত্যুর এক মাস যেতে না যেতেই প্রিয়তমা স্ত্রী জীবন সঙ্গিনী খাদিজাও (রাঃ) ইন্তেকাল করেন, যিনি শান্তনার আশ্রয় স্থল ছিলেন।
৩) এ বছরটিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমুল হুযন বা দূঃখের বছর বলে অভিহিত করেন।
৪) এমন সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষে ঘর হতে বের হওয়াও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

এ সময় নিম্নের কয়েকটি ঘটনা ঘটে:-

১) কুরাইশের এক ব্যক্তি বাজারে প্রকাশ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে।

২) বনী সকীফ গোত্রকে দাওয়াত দেয়ার জন্য তায়েফ যাত্রার সংকল্প করেন। আশা করেছিলেন দাওয়াত কবুল না করলেও নির্বিঘ্নে সেখানে থাকা যাবে। কিন্তু তা হয়নি। লোম হর্ষক ঘটনা ঘটে:-

৩) অর্থের সংকট এতটাই হল যে তায়েফ যাবার জন্য একটি উটও কিনতে পারেননি। পায়ে হেঁটে যায়েদ বিন হারেস (রাঃ) সহ তায়েফ পৌঁছেন। তারা তো দাওয়াত কবুল করল না বরং ......

১) সকীফ সরদার গুন্ডাদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দিল।

২) অপমান সূচক শব্দ ও গালাগাল করল।

৩) পাগল তাড়ানোর মত করে পাথর নিক্ষেপ করে রক্তাক্ত করল।

৪) ক্ষত বিক্ষত চামড়া থেকে প্রবাহিত রক্তে জুতাও ডুবে গেল।

এ সময়ে একটি বাগানের প্রাচীরের ছায়ায় বসে করুন ও কাতর কণ্ঠে তার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেন।

"হে আমার দয়াময় আল্লাহ!

* **আমি তোমারই নিকট আমার অসহায়ত্ব এবং আমার প্রতি লোকদের অসম্মান ও অপমানের অভিযোগ পেশ করছি। হে দয়াময়, অসহায় লোকদের রব।**

* **তুমি আমাকে কার হাতে সোপর্দ করছ? তুমি কি এমন লোকদের নিকট আমাকে ন্যস্ত করছ যারা আমার প্রতি কঠোর ও নির্মম আচরণ করবে? তুমিই তো আমার একমাত্র প্রভু।**

* **হে আমার জীবন মরনের মালিক আল্লাহ! তুমি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়ে থাক তাহলে আমি কোন বিপদকেই ভয় করি না। তোমার নিকট থেকে যদি আমি নিরাপত্তা লাভ করি তাহলে আমি কাউকেও পরোয়া করি না। আমি তোমার কাছে সেই নুর কামনা করি যা অন্ধকারে আলো দেবে, দুনিয়া ও আখরাতের সব ব্যাপার ঠিক করে দিবে। আমার উপর তোমার গযব হওয়া থেকে তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমি যেন তোমার অসন্তোষের পাত্র হয়ে না পড়ি। তোমার সন্তোষেই আমি সন্তুষ্ট, তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক। তোমাকে ছাড়া আমার কোথাও কোন শক্তি নেই।** ('ইবনে হিশাম' ২য় খন্ড-৬২পৃ:) (তাফহীমের সুরা আহকাফের শানে নযুল দ্রষ্টব্য)॥ ফিরতি পথে নাখলা নামক স্থানে জিন জাতির কুরআন পাঠ শোনার

খবর জানানো হল। মানুষ আপনার দাওয়াত অস্বীকার করলেও অসংখ্য জ্বিন এ দাওয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তা নিজেদের মধ্যে প্রচার করছে।

উল্লেখ্য এ সময়ই পাহাড়ের ফেরেস্তা এসে কাফেরদের ধ্বংশ করার প্রস্তাব দিলে দয়ার নবী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে ইসলাম কবুল করার লোক আসবে বলে তা প্রত্যাখান করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি আয়াত তেলাওয়াত করতে করতে সারারাত বুক ভাসিয়ে ক্রন্দন করতেন।

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١١٨)

হে আল্লাহ, তুমি যদি এদেরকে শাস্তি দাও, তাহলে তো তারা তোমার বান্দাহ আর যদি ক্ষমা করে দাও, তাহলে তুমি মহা ক্ষমতাশালী ও বিজ্ঞ।

মায়ের কবরের পাশে কান্না

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়ার চুক্তির সময় যখন আবওয়ার উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন মায়ের কবর যিয়ারাত এর জন্য মায়ের কবরের কাছে গেলেন। কবর ঠিকঠাক করে দিয়ে কেঁদে ফেললেন। তাঁর কান্নার সাথে সাহাবীগণও কেঁদে ফেললেন। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন আপনি তো কাঁদতে নিষেধ করেছেন। উত্তরে তিনি বললেন

أَدْرَكَتْنِي رَحْمَتُهَا فَبَكَيْتُ

তার স্নেহ মমতা আমার মনে পড়ল, আমি কেঁদে ফেললাম (আহমাদ, বায়হাকী)

- ❖ আলা বালাযুরীর বর্ননা:- মক্কা বিজয় কালে হযরত হালীমার ভগ্নী এসে তার বোন হালিমার ইন্তেকালের খবর দেন। দুধমা হালিমার ইন্তেকালের খবর শুনে তার দুটি চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে যায়। তিনি তার দুধখালাকে কিছু কাপড় চোপড়,সওয়ারীর জন্য উট এবং নগদ দুইশত দিরহাম দিয়ে বিদায় করেন।
- ❖ উম্মে আয়মান বলেন ৮ বছর বয়সে আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দাদার শিয়রে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন।

হৃদয় বিদারক সাহাবা চিত্র

১) সাহাবী হযরত বিলাল (রাঃ) কে দুপুরের তপ্ত বালুর উপরে শোয়াইয়া ভারী পাথর বুকের উপর চাপা দিল, রাত্রে শিকলে বেধে বেত্রাঘাত করল। শরীর রক্তে ভেসে গেল। চোখের পানি ও রক্ত একাকার হয়ে গেল। তবু 'আহাদ' 'আহাদ' করে ইসলামের উপর টিকে রইল। পরে আবু বকর (রাঃ) তাকে মুক্ত করেন।

২) হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) মসজিদে হারামে গিয়ে তাওহীদের কালেমা জোরে চীৎকার করে উচ্চারণ করল। কাফেররা সংগে সংগে তার মুখের উপর মার দিয়ে শরীর রক্তাক্ত করল। রক্ত দিয়েও কালেমা প্রচার করল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা আবু তালিব সিরিয়ায় যাবার রাস্তা নিরাপদ রাখার অযুহাতে তাকে রক্ষা করেন।

৩) হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত (রাঃ) কে দগদগে জ্বলন্ত কয়লার উপর শোয়াইয়া রাখত। তার কোমরের চর্বি ও রক্ত দ্বারা ঐ আগুন নিভে যেত। এত কষ্ট করে দ্বীনের উপর টিকেছিলেন

৪) হযরত আম্মার (রাঃ) ও তাঁর পরিবার ইতিহাসে স্মরণীয়। হযরত আম্মার (রাঃ) এর পিতা হযরত ইয়াসীর (রাঃ) কাফেরদের নির্যাতনে শাহাদাত বরণ করেন। মা সুমাইয়া (রাঃ) কে আবু জেহেল লজ্জাস্থানে বর্শা নিক্ষেপ করে শহীদ করে। ইতিহাসের প্রথম মহিলা শহীদ হযরত সুমাইয়া (রা)। হযরত আম্মার (রাঃ) মদিনার কুবা নামক স্থানে মসজিদ নির্মাণের জন্য প্রথম পাথর জমা করেন। পরবর্তীতে জিহাদে অংশ গ্রহণ করে তিনি শহীদ হন।

৫) হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের সময় মুসলিম বোন ও ভগ্নিপতিকে প্রহার করে রক্তাক্ত করে। নিজের বোনের রক্ত ঝরিয়ে মানষিকভাবে দূর্বল হলে তাদের কিতাব পড়ার জন্য চাইলেন। পবিত্র হয়ে সুরা ত্বা-হা এর যে আয়াত পড়ে মুসলমান হলেন, তা ছিল

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)

নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ। আমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই তোমরা আমারই ইবাদত করো, আমার স্মরণে নামাজ কায়েম কর। (ত্বা-হা-১৪)

হযরত ওমর (রাঃ) শক্ত মানুষ হওয়া সত্বেও তার হৃদয়ের মধ্যে আখেরাতের চেতনা এত বেশী ছিল যে, কুরআনের আয়াত শুনে

ভীষণ দূর্বল হয়ে পড়তেন। হিসাবের ভয়ে বলতেন ওমর যদি মানুষ না হয়ে খড়কুটা হত- তাহলে আখেরাতে হিসাব দিতে হত না। হযরত আবু বকর (রাঃ) আখেরাতের জন্য এত সচেতন ও ভীত ছিলেন যে তিনি বলতেন 'হায়' আমি যদি কোন বৃক্ষ হতাম, যা কেটে ফেলা হত। আমি যদি ঘাষ হতাম, পশুতে খেয়ে ফেলত, আখেরাতে হিসাব লাগত না।

৬) তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরৎ আসার পথে কাওমে সামুদের এলাকা অতিক্রম কালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ সকল সাহাবী দ্রুত সে এলাকা অতিক্রম করলেন। জালেমদের এলাকাগুলো কাঁদতে কাঁদতে দ্রুত অতিক্রম করার নির্দেশ ছিল। সাহাবাগণ আল্লাহর গযবে ধ্বংশ প্রাপ্ত জাতি ও এলাকাগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবন পরিচালনা করেছিলেন।

৭) হযরত হানযালা (রাঃ) একবার মুনাফেকীর ভয়ে চীৎকার করে রাস্তায় বের হয়ে যায়। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন কি হয়েছে- জবাব আসল আখেরাতের চিন্তায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিবার ও সন্তান-সন্ততি। তাদের কাছে থাকলে সব ভূলে যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে দুজনে এসে একই কথা বললে তিনি বলেন সব সময় যদি পরকালের চেতনা থাকত তাহলে ফেরেশতারা এসে তোমাদের সাথে করমর্দন করত এবং তোমাদের বিছানা ঠিক করে যেত।

৮) হযরত খাদীজা (রাঃ) মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন। ইসলামের জন্য তার সমস্ত সম্পদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে সোপর্দ করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীনের জন্য এমনভাবে খরচ করলেন শেষ পর্যন্ত তায়েফে দাওয়াতী কাজ করতে যাবার সময় একটি যানবাহনও যোগাড় করতে পারেন নি। পায়ে হেঁটেই দাওয়াতী কাজ করে গেছেন।

জান্নাতের পথ

বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন জাহান্নাম কে ঢেকে রাখা হয়েছে কামনা বাসনা লোভ লালসা দ্বারা। আর জান্নাতকে ঢেকে রাখা হয়েছে দুঃখ কষ্ট বিপদ মসীবত দ্বারা।

জান্নাতে যেতে হলে দুঃখ কষ্ট বিপদ মসীবত এর রাস্তা অতিক্রম করার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। একটি হাদীসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভালবাসার কথা উল্লেখ করলে তাকে দারিদ্রতা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হল। ইসলামের পথে চলতে গেলে দারিদ্রতা দেখে ভয় পাওয়া যাবে না। "যে ব্যক্তি আমাকে মহব্বত করে দারিদ্রতা তার কাছে বন্যার পানির গতি অপেক্ষা দ্রুত গতিতে পৌছে"। (তিরমিযী, আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাঃ)। যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসে সে আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। আর যে আখেরাতকে ভালবাসে সে দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে।

জান্নাতে যাবার জন্য গুনাহখাতা মাফ করে নিতে হবে। আল্লাহর রাহমাত পাওয়ার জন্য দুচোখ থেকে পানি বের করে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

সমাপ্ত